بسم الله الرحمن الرحيم

**নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১০ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে সারিয়্যা বনু ফাজারায় উম্মে কিরফাকে হত্যা সম্পর্কিত বানোয়াট ঘটনার অসারতা প্রমাণ করেন এবং সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক'এ আবু রাফে'কে হত্যার ঘটনা সবিস্তারে তুলে ধরেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন গযওয়া ও সারিয়্যা সম্পর্কিত স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় **সারিয়্যা বনু ফাজারা'র** ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধাভিযানে **উম্মে কিরফা**কে হত্যার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাব প্রতীয়মান হয় যে, এটি পুরোপুরি সত্য পরিপন্থি। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ৬ষ্ঠ হিজরীতে সাহাবীদের বাণিজ্যিক সম্পদ নিয়ে সিরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। **যুল ক্বারা** নামক স্থানে পৌঁছালে বনু ফাজারার কিছু লোক হযরত যায়েদ (রা.) ও তার সাথীদেরকে মারধর করে তাদের সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে যায়। হযরত যায়েদ (রা.) মদীনায় ফিরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পুরো ঘটনা অবগত করলে তিনি (সা.) আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত যায়েদ (রা.)-র নেতৃত্বে পুনরায় একটি দল প্রেরণ করেন যারা রাতেরবেলা যাত্রা করতেন এবং দিনে লুকিয়ে থাকতেন। অবশেষে প্রত্যুষে গিয়ে তারা বনু ফাজারার লোকদের ওপর আক্রমণ করেন এবং উপস্থিত সদস্যদের বন্দি করেন যাদের মাঝে একজন বৃদ্ধা মহিলা উম্মে কিরফা এবং তার কন্যাও ছিল। এ সম্পর্কে ইতিহাসের কোনো কোনো গ্রন্থে আশ্চর্যজনক বর্ণনা রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত আর তা হলো, হযরত কায়েস (রা.) উম্মে কিরফাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। তার দুই পা দুই প্রান্তের দু'টি উটের সাথে বেঁধে দেন আর উট দু'কে বিপরীত দিকে হাঁকাতে থাকেন। এভাবে সেই মহিলার দেহ চিরে দু'ভাগ হয়ে যায়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) অকাট্য দলীল-প্রমাণের আলোকে এই বক্তব্যের অসারতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, এ ঘটনাটি **ইবনে সা'দ এবং ইবনে ইসহাক** সংক্ষেপে এবং কিছুটা সাদৃশ্য ও কিছুটা ভিন্নতার সাথে এভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনে সা'দ, সারিয়্যা হযরত আবু বকরে তাঁর পরিবর্তে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে এ অভিযানের দলনেতা বর্ণনা করেছেন। এরপর উইলিয়াম ম্যুর বিদ্বেষবশে এ ঘটনাকে অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। অথচ তিনি এর সত্যতা ও যথার্থতা নিয়ে গবেষণা করেন নি, কেননা তিনি জানেন, এর সত্যতা প্রকাশিত হলে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার মতো তার মনঃপূত একটি দলীল হাতছাড়া হয়ে যাবে। যাহোক, এটি ঢাহা মিথ্যা ও নিশ্চিত ভ্রান্ত একটি ঘটনা এবং বিবেক ও দলীল সবই এর অসারতা প্রমাণ করে।

**যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে** একজন এমন নারী যার বিরুদ্ধে হত্যার কোনো অপরাধ সাব্যস্ত হয়নি, তাকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করা তো দূরের কথা, ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রেও নারী এবং শিশুদেরকে হত্যা করা অবৈধ আখ্যা দেয় এবং কঠোরভাবে নিষেধ করে। হাদীসে এসেছে, একবার যুদ্ধক্ষেত্রে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। যদিও এটি জানা যায়নি যে, সে কীভাবে এবং কার হাতে নিহত হয়েছে– তথাপি মহানবী (সা.) তাকে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেন, আগামীতে কোনো অবস্থায়ই যেন এমনটি না হয় অর্থাৎ, নারী ও শিশুকে হত্যা করা না হয়। অনুরূপভাবে, যখনই তিনি (সা.) কোনো দলকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করতেন সাহাবীদেরকে অন্যান্য নির্দেশের পাশাপাশি এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও প্রদান করতেন যে, **কোনো নারী ও শিশুকে যেন হত্যা করা না হয়**। তদুপরি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাড়ির লোক ছিলেন, তার

ব্যাপারে কীভাবে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন কাজ করেছেন বা অন্য কাউকে এরূপ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন?

**দালিলীক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমত,** ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক বর্ণনাকারী দু'জনই এই ঘটনার কোনো সনদ প্রদান করেন নি। এরূপ একটি ঘটনা যা মহানবী (সা.)-এর স্পষ্ট নির্দেশনা এবং সাহাবীদের সাধারণ রীতিবিরুদ্ধ তা কোনো সনদ ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। **দ্বিতীয়ত,** এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম এবং সুনান আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এমন মহিলাকে হত্যার কোনো ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি আর বিশদ বিবরণেও ইবনে সা'দের বর্ণনার সাথে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। যেহেতু সহীহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহ্ সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনার চেয়ে নিঃসন্দেহে ও স্বীকৃতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী এবংগ্রহণযোগ্য তাই সহীহ্ মুসলিম ও আবু দাউদের বিপরীতে ইবনে সা'দ বা ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত তেমন কোনো মূল্য রাখে না। মোটকথা, উম্মে কিরফাকে নির্মমভাবে হত্যা করার এ ঘটনা সম্পূর্ণভাবে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প যা ইসলামের কোনো শত্রু বা মুনাফিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছে। আর মুসলিম ও আবু দাউদে বর্ণিত ঘটনাই সঠিক।

এরপর হুযূর (আই.) **সারিয়্যা আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক** এর ঘটনা উল্লেখ করে **আবু রাফে'র হত্যার** বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন যা ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ইহুদীদের নেতা **সালাম বিন আবিল হাকীক** যার ডাক নাম ছিল আবু রাফে'। সে পরিখার যুদ্ধে পরাজয় এবং বনু কুরায়যার ভয়ংকর পরিণামের পরও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা আরও বাড়াতে থাকে এবং খয়বারে অবস্থান করে নজদের জংলী ও যুদ্ধবাজ জাতিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। সে গাতফানবাসীকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করে এবং শাবান মাসে বনু সা'দের পক্ষ থেকে মুসলমানরা যে বিপদের আশঙ্কা করছিল তার পেছনেও ইহুদীদের হাত ছিল এবং তারা আবু রাফে'র নেতৃত্বে এ সবকিছু করছিল। এভাবে সে তার দুষ্কৃতি থেকে কোনোভাবেই ক্ষান্ত হচ্ছিল না, বরং পরিখার যুদ্ধের পর সে গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে পুনরায় এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছিল। এ সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে আবু রাফে'র বিষয়টি উপস্থাপন করলে **তিনি (সা.) ষড়যন্ত্রের মূল হোতা আবু রাফে'কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, কেননা তিনি (সা.) যুদ্ধের মাধ্যমে পুরো দেশে অরাজকতা, রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবর্তে একজন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে হত্যা করে সমস্যার সমাধান করাকে অধিকতর উত্তম মনে করেন।** অতঃপর তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.)-র নেতৃত্বে চারজনের একটি দল প্রেরণ করেন যারা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফিরে আসেন যার ফলে মদীনার আকাশ থেকে বিপদের মেঘ কেটে যায়।

**আবু রাফে'কে হত্যার ঘটনাটি** এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.)-র দল সূর্যাস্তের সময় আবু রাফে'র দুর্গের কাছে পৌঁছেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.) তার সাথীদেরকে রেখে দরজার কাছে যান এবং চাদরে আবৃত অবস্থায় সাহায্যপ্রার্থীর ন্যায় বসে থাকেন। এরপর সুযোগ পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। রাতে যখন সবাই যার যার কক্ষে ঘুমাতে যায় তখন আব্দুল্লাহ্ (রা.) সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফে'র অন্ধকার কক্ষে পৌঁছেন এবং তাকে ডাক দেন। সে উত্তর দিলে তিনি অন্ধকারেই তাকে উদ্দেশ্য করে তরবারি দ্বারা জোরালো আঘাত করেন, কিন্তু তার আঘাত লক্ষভ্রষ্ট হয়। এটি দেখে আবু রাফে' চিৎকার করে উঠে যার ফলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বাইরে চলে যান। একটু পর তিনি পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি হয়েছে? সে উত্তরে বলে, এইমাত্র আমার ওপর কেউ আক্রমণ করেছিল। এবার তিনি (রা.) রাফে'র আওয়াজ শুনে তার অবস্থান অনুযায়ী পুনরায় তরবারি দ্বারা দু'টি জোরালো আঘাত করেন আর সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়। এরপর

ফেরত আসার সময় সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার পায়ের নলা ভেঙ্গে যায় বা জোড়া ছুটে যায়। তাই তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং দুর্গের কাছাকাছি একটি ঝোপের ভেতরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। পরিশেষে আবু রাফে'র মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) সবকিছু শুনে বলেন, তোমার পা এগিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (সা.) দোয়া করে নিজের পবিত্র হাত তার পায়ে বুলিয়ে দেন যার ফলে তার পায়ের কষ্ট এমনভাবে দূর হয়ে যায় যেন তিনি কখনো ব্যথাই পান নি। বুখারীর বর্ণনানুযায়ী আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.) একা তাকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু আরেক বর্ণনানুযায়ী তারা সবাই মিলে তাকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, আবু রাফে'কে হত্যার বৈধতা সম্পর্কে আমাদের বিতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নাই। আবু রাফে'র উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড ইতিহাসের পাতায় সর্বস্বীকৃত। নীতিগতভাবে স্মরণ রাখা উচিত, **প্রথমত,** তৎকালীন সময়ে মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় চতুর্দিক থেকে বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত ছিল আর সবদিক থেকে বিরোধিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। **দ্বিতীয়ত,** আবু রাফে' এমন স্পর্শকাতর সময়ে আগুনে ঘি ঢালার কাজ করে এবং নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ দ্বারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে আর পরিখার যুদ্ধের ন্যায় আরবের জংলী গোত্রগুলোকে একত্রিত করে পুনরায় মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। **তৃতীয়ত,** পুরো আরবে তখন কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা ছিল না যার সাহায্যে এমন সমস্যার সমাধান করা যেত। তাই নিজের সুরক্ষার জন্য নিজেকেই কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো; এছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। **চতুর্থত,** ইহুদীরা পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু ছিল এবং মুসলমান ও তাদের মাঝে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। **পঞ্চমত,** তখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল যদি প্রকাশ্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা হতো তাহলে অনেক প্রাণ বিনষ্ট হতো এবং প্রচুর সম্পদ নষ্ট হতো আর এ যুদ্ধের আগুন বিস্তৃত হয়ে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারত। অতএব, এরূপ পরিস্থিতিতে সাহাবীরা যা করেছেন তা একেবারে সঠিক ও যথার্থ ছিল, আর পৃথিবীর সকল জাতি ও দেশ এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুসারে এ পন্থাই অবলম্বন করেছে। বাকী রইল শাস্তি প্রদানের বিষয়টি! এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে, আরবের তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী ইহুদী ও মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে আর এটিই সর্বোত্তম এবং যথাযথ ছিল। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আজ এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হলো। আরও ঘটনা রয়েছে যা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

**প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]**

**(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)**